

AUGUST 8, 2014, P 22



মনিকা জাহান বোস



ঢাকায় আয়োজিত প্রদর্শনী

শাড়িতে জীবনের গল্প

সাবিনা ইয়াসমিন •

শাড়ি ছাড়া বাঙালী নারীর কথা হয়ত চিন্তাই করা যায় না। উৎসবে পার্বণে তাই চিরন্তন বাংলার নারীর অন্যতম পছন্দের পোশাক শাড়ি। শহরে নারীরা শাড়িতে অতটা স্বাচ্ছন্দ্য না হলেও গ্রামবাংলার নারীদের একমাত্র ভরসা শাড়িতে। শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে হয়ত গ্রাম্য রমণীরা তাঁদের জীবনের গল্পগুলো সযত্নে আগলে রাখেন। এ গল্পগুলোর খোঁজ হয়ত রাখেন না অনেকেই, হেলায় হারিয়ে যায় এদের অনেকের গল্পগাথা। সাদামাটা এ গল্পগুলোর সন্ধানে সুদূর যুক্তরাষ্ট্র থেকে তাই হয়ত ছুটে এসেছেন আরেক বাঙালী নারী। শুধু শাড়ি পরা বাঙালী নারীর জীবনের গল্প জানতে আমেরিকা থেকে মাতৃভূমি বাংলায় এসেছেন মনিকা জাহান বোস। শুধু তাই নয় শাড়ি আর নারীর জীবনের গল্পের জন্য সপরিবারে ফিরে গেছেন মায়ের জন্মভিটেতে। যা কিনা আবার ঢাকা শহরের কোন অভিজাত এলাকায় নয় বরং বাংলার প্রত্যন্ত এক গ্রাম পটুয়াখালীর কাঁটাখালী। প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার এই গ্রামেই ছিল মনিকার মায়ের পূর্ব পুরুষের বাস। সে গ্রামের নারীদের নিয়ে মনিকা শাড়িতে সংগ্রাম আর স্বপ্ন ছাপার কর্মশালা করেন। মূলত সে কর্মশালার তথ্যচিত্র নিয়ে মনিকা তৈরি করেন এক নতুন গল্পগাথার। গতবছরে তৈরি করা সে প্রকল্পের ভিডিও চিত্র নিয়ে তিনি বেশ কয়েকটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করেন দেশে বিদেশে। ১৯ জুলাই থেকে শুরু হয় ঢাকার ইএমকে সেন্টারে। সেখানেই কথা হয় তাঁর সঙ্গে। জীবনের গল্প বলা ১২ নারীকে নিয়ে তৈরি করেছেন অন্যরকম আরেক গল্প। মনিকা সে গল্পের নাম দেন ‘নারীর কথা : শাড়ির মধ্যে জীবনগাথা।’ গল্পের পেছনের গল্প নিয়ে মনিকা জাহান বোস ঢাকায় চলা প্রদর্শনী শেষ করবেন ৭ আগস্টে।

২০০৬ সালে মনিকার মাথায় প্রথম শাড়ি নিয়ে কাজ করার ভাবনা আসে। তাঁর আঁকা ও স্থাপনা শিল্পে তিনি শাড়ির ব্যবহারে আকৃষ্ট হন। আর এখান থেকেই তিনি বাঙালী নারী ও তার অন্যতম পছন্দের পোশাক শাড়ি নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। মনিকা জানান, যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর মায়ের উদ্যোগে গড়া সংগঠন ‘সংহতি’ নারী উন্নয়নে কাজ করছে দীর্ঘ তিরিশ বছর যাবত। সংহতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় মনিকা স্বদেশের নারীদের নিয়ে কাজ করার একটা তাগিদ সব সময় অনুভব করতেন।

পটুয়াখালী জেলার দুর্গম অঞ্চলে কাঁটাখালী গ্রামে মনিকার নানা বাড়ি। সেখানকার বারো নারীকে নিয়ে মনিকা ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে শাড়িতে ছাপার কাজ শুরু করেন। এসব নারী (যাদের প্রত্যেকের নামের শেষাংশ বেগম) যারা সংহতির সহায়তায় আগেই পড়তে লিখতে শিখেছেন। মনিকা বলেন ‘শাড়িতে নকশা ছাপার ক্ষেত্রে আমি এদের স্বাধীনতা দিয়েছি। তারা যেন তাদের মনে কথা, ছবি সেখানে প্রকাশ করতে পারে।’

এই প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী নারীরা প্রত্যেকেই জীবনকে ভিন্ন চোখে দেখতে শিখেছে। সিঁড়র, আইলাব মতো ভয়ঙ্কর সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের জীবন সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। ধ্বংসস্তূপের মাঝে নতুন করে ঘর বাঁধার সংগ্রামে এরা হারতে হারতে জিতেছে। জীবনযুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করে যাওয়া এই নারীদের জীবনগাথা লিখতে মনিকা এদের দুটি করে খাতা দিয়েছেন। যেখানে তিনি তাদের জীবনের কথা তো বটেই তাদের স্বপ্ন সংগ্রাম আর মনের না বলা কথাগুলো লিখতে বলেছেন। কর্মশালা চলাকালে বারো নারীর লেখা খাতাগুলোও মনিকার সংগ্রহে রয়েছে। নারীদের তৈরি শাড়িগুলোর পাশেই প্রদর্শনীতে ঠাঁই করে নিয়েছে সেগুলোও।

ব্যতিক্রমী এই কর্মশালা চিত্রধারণ করেছেন প্রবাসী চলচ্চিত্র নির্মাতা নন্দিতা আহমেদ। তিরিশ মিনিটের সেই ভিডিওচিত্র নিয়ে মনিকা ওয়াশিংটনের গেটওয়ে আর্ট সেন্টারে গত বছর এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ‘হার ওয়াডর্স স্টোরিটেলিং উইথ শাড়িজ’ শিরোনামের সে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য কি জানতে চাইলে মনিকা বলেন, ‘বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামের এসব নারীর জীবনযুদ্ধের কথা সবাইকে জানানো মূলত আমার লক্ষ্য। তবে এরা যে শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করছেন না বরং নানা প্রতিকূলতায় নিজের পরিবারকেও লড়তে শেখাচ্ছেন। আর তাদের এ লড়াই থেকে শেখার অনেক কিছু আছে। তাই সকলের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছি। মনিকা নিজেও তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছেন বলে জানিয়েছেন।

পরিবেশ বিপর্যয়ের বিশদ না জানলেও হাসিনা, খুকু, নাসিমা ঠিকই পরিবেশ রক্ষার কথা ভাবেন। তাই দারিদ্র্যপীড়িত এই পরিবারগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় দিয়ে সৌরবিদ্যুত ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। যাদের সামান্য আয়ে হয়ত পরিবারের দুবেলা আহার জোটানো কঠিন হয়ে পড়ে। তারাই সঞ্চয় করে সৌরবিদ্যুত প্রকল্পকে স্বাগত জানাচ্ছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা এদের চেয়ে আর বেশি কেউ জানে না বলেই হয়ত তাদের মতন

করে কেউ ভাবে না। মনিকাও তাই চান জলবায়ু পরিবর্তনের এই ভয়াবহতা সম্পর্কে সকলকে সজাগ করতে। বিশ্বের ধনী দেশগুলোকে যারা মূলত জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তনের জন্য দায়ী তাদের এ বিষয়ে সজাগ করতে মনিকা আরও কাজ করতে চান। এর জন্য তাঁকে হয়ত পাড়ি দিতে হবে আরও দীর্ঘপথ দিতে হবে অনেক সময়। তাতে মনিকার আপত্তি নেই একটুকু। মা

নুরজাহান বোসের গড়া সংহতি আর প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই এই নারীদের নিয়ে তিনি পাড়ি দিতে চান সেই সুদূর পথ। তিনি মনে করেন এ যাত্রা শুধু কাঁটাখালী নারীদের নয়, বরং পৃথিবীর সকল মানুষের। পরিবেশকে বাঁচানো না গেলে বাঁচবে না এই পৃথিবী। আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়ে যাওয়া এই মানুষগুলো বিশ্বকে জানাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের নির্মমতার কথা।



‘নারীর কথা : শাড়ির মধ্যে জীবনগাথা’ প্রকল্পে অংশ নেয়া বারো নারী